কল্যাণ প্রবিধান- ২০২১
(প্রস্তাবিত)

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট
কল্যাণ বিভাগ
৮৮,মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট

কল্যাণ বিভাগ

৮৮, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কল্যাণ প্রবিধান

যেহেতু মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকল যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধার কল্যাণ সাধনকল্পে Bangladesh (Freedom Fighters) Welfare Trust Order, 1972 (President's Order No 94 of 1972)-এর অধীন গঠিত বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের কর্মের ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে এবং অন্যান্য সকল বীর মুক্তিযোদ্ধার কল্যাণ সাধনকল্পে উক্ত Bangladesh (Freedom Fighters) Welfare Trust Order, 1972 রহিতক্রমে পরিমার্জনপূর্বক যুগোপযোগী করিয়া বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮ প্রণীত হইয়াছে, এবং

যেহেতু উক্ত আইনের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ২৩ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট্র কল্যাণ প্রবিধান ১৯৮৪ রহিত ও পরিমার্জনপূর্বক যুগোপযোগী করিয়া নূতনভাবে প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দারা নিম্নরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করা হইল: —

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম

১। এই প্রবিধান বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট কল্যাণ প্রবিধান, ২০২১ নামে অভিহিত হইবে।

(১) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা- বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে এই প্রবিধানে—

৩। **"খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা" অর্থ স্বাধীনতাযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদানের কারণে বীরশ্রেষ্ঠ, বীরউত্তম, বীরবিক্রম বা বীরপ্রতীক খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা;**

৪। **"চেয়ারম্যান" অর্থ ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান;**

৫। **"ট্রাস্ট" অর্থ বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট;**

৬। **"পরিবার" অর্থ বীর মুক্তিযোদ্ধা, যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা বা শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার;**

৭। **"পঙ্গুত্ব" অর্থ যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধার আহত হওয়ার মাত্রা;**

৮। **"বীর মুক্তিযোদ্ধা" অর্থ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক স্বাধীনতার ঘোষণায় সাড়া দিয়ে যাহারা দেশের অভ্যন্তরে গ্রামে-গঞ্জে যুদ্ধের প্রস্তুতি ও অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিয়াছেন এবং ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৬ মার্চ হইতে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও জামায়াতে ইসলামী এবং তাহাদের সহযোগী রাজাকার, আলবদর, আলশামস বাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করিয়াছেন এইরূপ সকল বেসামরিক নাগরিক এবং সশস্ত্র বাহিনী, মুজিব বাহিনী, মুক্তিবাহিনী ও অন্যান্য স্বীকৃত বাহিনী, পুলিশ বাহিনী, ইপিআর, নৌ-কোমান্ডো, কিলো-ফ্লাইট, আনসার বাহিনীর সদস্য এবং নিম্নবর্ণিত বাংলাদেশের নাগরিকগণ, উক্ত সময়ে যাহাদের বয়স সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বয়সসীমার মধ্যে, বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে গণ্য হইবেন, যথা:-**

(ক) যে সকল ব্যক্তি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের সীমানা অতিক্রম করিয়া ভারতে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে তাহাদের নাম অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন;

(খ) যে সকল বাংলাদেশি পেশাজীবী মুক্তিযুদ্ধের সময় বিদেশে অবস্থানকালে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশেষ অবদান রাখিয়াছিলেন এবং যে সকল বাংলাদেশি নাগরিক বিশ্বজনমত গঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন;

(গ) যাঁহারা মুক্তিযুদ্ধকালীন গঠিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের (মুজিবনগর সরকার) অধীন কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা দূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করিয়াছিলেন;

(ঘ) মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের (মুজিনগর সরকার) সহিত সম্পৃক্ত সকল এম. এন. এ (Member Of National Assembly) বা এম.পি. এ (Member of Provincial Assembly), যাঁহারা পরবর্তীকালে গণপরিষদের সদস্য (Member Of Constituent Assenbly) হিসেবে গণ্য হইয়াছিলেন;

(ঙ) পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাহাদের সহযোগী কর্তৃক নির্যাতিত সকল নারী (বীরাঙ্গনা); তবে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত নির্যাতিতা নারী ও বীরাঙ্গনার ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বয়সসীমা প্রযোজ্য হইবে না;

(চ) স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের সকল শিল্পী ও কলা-কুশলী এবং দেশ ও দেশের বাহিরে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে দায়িত্ব পালনকারী সকল বাংলাদেশি সাংবাদিক;

(ছ) স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের সকল খেলোয়াড়; এবং

(জ) মুক্তিযুদ্ধকালে আহত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের চিকিৎসাসেবা প্রদানকারী মেডিক্যাল টিমের সকল ডাক্তার, নার্স ও চিকিৎসা-সহকারী;

(ঝ) **"ব্যবস্থাপনা পরিচালক"** অর্থ ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক;

(ঞ) **"মুক্তিযুদ্ধ"** অর্থ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক স্বাধীনতার ঘোষণায় সাড়া দিয়া পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও জামায়াতে ইসলামী এবং তাহাদের সহযোগী রাজাকার, আলবদর, আলশামস বাহিনীর বিরুদ্ধে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৬ মার্চ হইতে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত সংগঠিত যুদ্ধ;

(ট) **"যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা"** অর্থ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে যুদ্ধে আহত হইয়াছেন এইরূপ বীর মুক্তিযোদ্ধা, যাঁহার শরীরের এক বা একাধিক অঙ্গ বা গ্রন্থি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে;

(ঠ) **"শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা"** অর্থ এইরূপ বীর মুক্তিযোদ্ধা যিনি মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়া শহিদ হইয়াছেন।

৯. **তালিকাভুক্তির নিয়ম:**

শহিদ/যুদ্ধাহত গেজেট, সি.এম.এইচ কর্তৃক পঙ্গুত্ব নির্ণয়ের কপি, স্থানীয় চেয়ারম্যান সার্টিফিকেট/ওয়ারিশ সনদ এবং অন্যান্য প্রমাণক সংযুক্ত করত ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরাবর আবেদন দাখিলের প্রেক্ষিতে পরীক্ষান্তে সঠিক প্রমাণিত হইলে রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতার তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করা হইবে।

১০। **ভাতা প্রাপ্তাধিকার সম্পর্কিত নিয়ম:**

(ক) বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের ক্ষেত্রে—

(অ) বীর মুক্তিযোদ্ধা; বা

(আ) বীর মুক্তিযোদ্ধার অবর্তমানে তাঁহার স্ত্রী বা স্বামী; বা

(ই) বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং তাঁহার স্ত্রী বা স্বামীর অবর্তমানে বীর মুক্তিযোদ্ধার পিতা-মাতা; বা

(ঈ) বীর মুক্তিযোদ্ধা, তাঁহার স্ত্রী বা স্বামীর এবং পিতা-মাতার অবর্তমানে বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তান; বা

(উ) (অ)- (ঈ) পর্যন্ত বর্ণিত ব্যক্তিগণের অবর্তমানে বীর মুক্তিযোদ্ধার ভাই-বোন;

(খ) যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের ক্ষেত্রে—

(অ) যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা; বা

(আ) যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধার অবর্তমানে তাঁহার স্ত্রী বা স্বামী; বা

(ই) যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং তাঁহার স্ত্রী বা স্বামীর অবর্তমানে বীর মুক্তিযোদ্ধার পিতা-মাতা; বা

(ঈ) যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, তাঁহার স্ত্রী বা স্বামী এবং পিতা-মাতার অবর্তমানে বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তান; বা

(উ) (অ)-(ঈ) পর্যন্ত বর্ণিত ব্যক্তিগণের অবর্তমানে যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধার ভাই-বোন;

(গ) খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের ক্ষেত্রে-

(অ) খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা; বা

(আ) খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধার অবর্তমানে তাঁহার স্ত্রী বা স্বামী; বা

(ই) খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং তাঁহার স্ত্রী বা স্বামীর অবর্তমানে খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধার পিতা-মাতা; বা

(ঈ) যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, তাঁহার স্ত্রী বা স্বামী এবং পিতা-মাতার অবর্তমানে খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তান; বা

(উ) (অ)-(ঈ) পর্যন্ত বর্ণিত ব্যক্তিগণের অবর্তমানে খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধার ভাই-বোন;

(ঘ) শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের ক্ষেত্রে-

(অ) শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী বা স্বামী; বা

(আ) শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী বা স্বামীর অবর্তমানে শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধার পিতা-মাতা; বা

(ই) শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী বা স্বামী এবং পিতা-মাতার অবর্তমানে শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তান; বা

(ঈ) (অ)-(ই) পর্যন্ত বর্ণিত ব্যক্তিগণের অবর্তমানে শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধার ভাই-বোন।

(ঙ) (ক)-(ঘ) এ যাহা কিছু থাকুক না কেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা বা যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা বা খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা বা শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধার উত্তরাধিকারীগণ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী না হইলে এই আইনের আওতায় সুবিধাভোগী হিসেবে গণ্য হইবেন না।

১১. কল্যাণ কার্যক্রমের আওতায় দেয় সুযোগ সুবিধা :

(ক) সরকার তথা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে নির্ধারিত রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতা (যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও খেতাবপ্রাপ্ত, শহিদ, মৃত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার) প্রাপ্য হইবেন;

(খ) যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, শহিদ ও মৃত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের প্রাপ্য অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা:

০১।	শিক্ষা ভাতা (অনধিক ২ সন্তান)	:	২০% বা তদুর্ধ্ব পঙ্গুত্বধারী যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পরিবার বার্ষিক নির্ধারিত হারে শিক্ষা ভাতা প্রাপ্য হইবেন;
০২।	বিবাহ ভাতা (অনধিক ২ কন্যা)	:	২০% বা তদুর্ধ্ব পঙ্গুত্বধারী যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পরিবার নির্ধারিত হারে বিবাহ ভাতা প্রাপ্য হইবেন;
০৩।	উৎসব বোনাস ২টি	:	২০% বা তদুর্ধ্ব পঙ্গুত্বধারী যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা, শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পরিবার মূল ভাতার সমপরিমাণ অর্থ উৎসব বোনাস প্রাপ্য হইবেন; (০২টি)
০৪।	প্রীতিভোজ (২৬ মার্চ ও ১৬ ডিসেম্বর)	:	২০% বা তদুর্ধ্ব পঙ্গুত্বধারী যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা, শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পরিবার প্রীতিভোজ-এর জন্য নির্ধারিত অর্থ প্রাপ্য হইবেন;
০৫।	(ক) চিকিৎসা খরচ (দেশে)	:	২০% ও তদুর্ধ্ব পঙ্গুত্বপ্রাপ্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রাস্টের স্বাস্থ্য উপদেষ্টার পরামর্শ অনুযায়ী প্রাপ্য হবেন;
	(খ) চিকিৎসা খরচ (বিদেশ)	:	২০% ও তদুর্ধ্ব পঙ্গুত্বপ্রাপ্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাগণ বিশেষজ্ঞ চিকিৎকদের সমন্বয়ে গঠিত মেডিকেল বোর্ডের সুপারিশক্রমে ভারত, থাইল্যান্ড ও সিঙ্গাপুরে উন্নত চিকিৎসার সুবিধা প্রাপ্য হইবেন। এক্ষেত্রে যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বিদেশে চিকিৎসা সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১২ অনুসৃত হইবে।
০৬।	কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ	:	যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ চলাচলের জন্য মটরাইজড হুইল চেয়ার, ক্র্যাচ, লাঠি, কৃত্রিম অঙ্গ, জুতা-মোজা, শ্রবণ যন্ত্র, চশমা ইত্যাদি নীতিমালা অনুযায়ী প্রাপ্য হইবেন;
০৭।	আবহাওয়া পরিবর্তন	:	হুইল চেয়ারে চলাচলকারী যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের জন্য বৎসরে একবার কক্সবাজারে আবহাওয়া পরিবর্তন/ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শনের ব্যবস্থা করিতে হইবে;
০৮।	বার্ষিক ক্রীড়া ও বনভোজন	:	ঢাকায় অবস্থানরত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, তাদের পরিবার এবং শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের জন্য বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও বনভোজন আয়োজন করিতে হইবে;

০৯।	জাতীয় শোক দিবস ও অন্যান্য জাতীয় দিবস পালন	:	প্রতি বছর ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, বঙ্গবন্ধুর জন্ম বার্ষিকী, শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস ও মুজিবনগর দিবস পালন করিতে হইবে;
১০।	মৃতদেহ দাফন/সৎকার	:	তালিকাভুক্ত কোন যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা মৃত্যুবরণ করিলে তাহার দাফন/সৎকার কার্য্য সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় খরচ ট্রাস্ট বহন করিবে। নিজ বাড়ী ছাড়া অন্যত্র মৃত্যুবরণ করিলে তাহার মৃতদেহ ট্রাস্টের খরচে তাহার বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইবে অথবা তাহার আত্মীয় স্বজনের ইচ্ছায় তাহাদের নিকট হস্তান্তর করা অথবা অন্যত্র দাফন/সৎকার করা যাইবে। যার ব্যয়ভার নীতিমালা অনুযায়ী ট্রাস্ট বহন করিবে;
১১।	পানি ও পয়ঃ নিস্কাশন বিল মওকুফ	:	সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বসবাসরত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার গৃহস্থলী কাজে ব্যবহৃত পানির বিল সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে মওকুফ সুবিধা প্রাপ্য হইবেন;
১২।	বাড়ির হোল্ডিং ট্যাক্স মওকুফ	:	সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বসবাসরত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার নিজস্ব হোল্ডিং ট্যাক্স সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে মওকুফ সুবিধা প্রাপ্য হইবেন;
১৩।	মোবাইল ফোন (হুইলচেয়ারধারী)	:	চিকিৎসা ও অন্যান্য কাজে ট্রাস্টের সহিত যোগাযোগের জন্য হুইল চেয়ারে চলাচলাকারী যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রদেয় মোবাইল ফোন ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত হারে অর্থ প্রাপ্য হইবেন;
১৪।	পরিচয়পত্র	:	২০% পঙ্গুত্বধারী বা তদুর্ধ্ব যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য পরিচয়পত্র প্রদান করা হয়। পরিচয়পত্র প্রদর্শন করিলে নিম্নোক্ত সুবিধা প্রাপ্য হইবেন: ক) ইহা পরিদর্শনপূর্বক রেলওয়ে, বিআরটিসি এর কোচ, বাস এবং জলযানে সর্বোচ্চ শ্রেণিতে বিনা ভাড়ায় ভ্রমণ করিতে পারিবেন; খ) বাংলাদেশ বিমানের অভ্যন্তরীণ প্রতি রুটে (যাতায়াত) বছরে একবার এবং আর্ন্তজাতিক যে কোন রুটে (ইকোনমি শ্রেণিতে) ভি.আই.পি লাউন্স ব্যবহারসহ বিনা ভাড়ায় বছরে (যাতায়াত) দুইবার ভ্রমণ করিতে পারিবেন; গ) ইহা প্রদর্শনপূর্বক বীর মুক্তিযোদ্ধার ব্যবহারকারী গাড়ী, ফেরী এবং ব্রীজে টোল ফ্রি চলাচল করতে

			পারিবেন এবং ফেরিতে ভিআইপি কেবিন ব্যবহার করতে পারিবেন; ঘ) পর্যটন কর্পোরেশন হোটেল/মোটেলে বিনা ভাড়ায় দুই রাত বছরে একবার এবং জেলা পরিষদের ডাক বাংলোতে স্ব-পরিবারে ৪৮ ঘন্টা থাকতে পারিবেন;
১৫।	মোবাইল ফোন সুবিধা	:	
১৬।	গ্যাস বিল ও বিদ্যুৎ বিল মওকুফ সুবিধা	:	রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতাপ্রাপ্ত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে গ্যাস ও বিদ্যুৎ বিল মওকুফ সুবিধা প্রাপ্য হইবেন;
১৭।	ফ্ল্যাট ও দোকান বরাদ্দ	:	যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও মৃত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার ও শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের জন্য নির্মিত ফ্ল্যাট ও দোকান বরাদ্দের সংশোধিত নীতিমালা ২০১৫ অনুযায়ী বরাদ্দ প্রাপ্য হইবেন;
১৮।	রেশন সুবিধা	:	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের ভাতাভোগী সকল শ্রেণির যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, শহিদ পরিবার, মৃত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, ৭ জন বীর শ্রেষ্ঠ পরিবার, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে রেশন সামগ্রী নীতিমালা, ২০১৩ অনুযায়ী মাসিক রেশন প্রাপ্য হইবেন;

১২। (১) <u>রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতা প্রদানের সময়কাল :</u>

রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতা ভোগকারী যতক্ষণ না স্বেচ্ছায় ভাতা গ্রহণে লিখিতভাবে অনিচ্ছা প্রকাশ করিবেন অথবা অমুক্তিযোদ্ধা প্রমাণিত হইলে তালিকা হইতে বাদ না পড়া পর্যন্ত উক্ত সুবিধা পাইতে থাকিবেন।

(২) <u>যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা রোগমুক্তি বিশ্রামাগার ও ইহার ব্যবস্থাপনা :</u>
যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা বলিয়া বিবেচিত এবং হুইল চেয়ারে চলাচলকারী যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের দেখাশুনা ও চিকিৎসার প্রয়োজন সংখ্যক বিশ্রামাগার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত বিশ্রামাগারে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে আগত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ নিম্নোক্ত সুবিধা ভোগ করিতে পারিবেন :

(ক) চিকিৎসার নিমিত্তে দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে আগত এবং তাৎক্ষণিকভাবে হাসপাতালে ভর্তিতে অপারগ যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা। বিশ্রামাগারে অবস্থানকালে এইরূপ যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা শুধু ডাক্তারের পরামর্শ ও ব্যবস্থাপত্র মোতাবেক খাদ্য ঔষধ ও পথ্য পাইবেন;

(খ) বৎসরে একবার বনভোজন/ঐতিহাসিক/স্বাস্থ্যকর/চিত্তকর্ষক স্থান পরিদর্শনের ব্যবস্থা করিতে হইবে;

(গ) নিয়মিত খেলাধুলা ও চিত্তবিনোদন ব্যবস্থা করিতে হইবে;

(ঘ) বিশ্রামাগারে অবস্থানকারী যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ চিকিৎসার জন্য সর্বপ্রকার সুবিধা পাইবেন। তবে ট্রাস্টের নিযুক্ত ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র ও সুপারিশ মোতাবেক তাহা করা হইবে। চিকিৎসা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে ট্রাস্টের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে;

(ঙ) চিকিৎসার প্রয়োজনে ঢাকার বাহিরে দূর-দূরান্ত হইতে আগত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের তাৎক্ষণিকভাবে হাসপাতালসমূহে ভর্তি সম্ভব না হইলে জরুরি চিকিৎসা এবং হাসপাতাল ত্যাগের পর চিকিৎসার প্রয়োজন হইলে তাহাদের জন্য উক্ত বিশ্রামাগারে থাকা খাওয়া ও অন্যান্য সুবিধাসহ স্বল্প সংখ্যক বিছানার ব্যবস্থা থাকিবে। কিন্তু যাহারা বিশ্রামাগারের নিকট অথবা ঢাকা শহর ও শহরতলী এলাকায় বসবাস করেন তাহারা উক্ত সুবিধা পাইবেন না;

(ঙ) বিশ্রামাগারের সার্বিক দায়িত্ব ট্রাস্টের কল্যাণ বিভাগের উপর ন্যস্ত থাকিবে। উক্ত বিশ্রামাগার সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র ক্রয় ও সরবরাহের ব্যাপারে প্রচলিত ক্রয় নীতি অনুসরন করিতে হইবে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী প্রয়োজনীয় দ্রব্যের তালিকা প্রণয়ন করিয়া মাসওয়ারী চাহিদার আকারে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের জন্য পেশ করিবেন এবং যথা নিয়মে অনুমোদিত দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং প্রত্যেকটি দ্রব্য নির্ধারিত মজুদ বহিতে অন্তর্ভুক্ত করিয়া নিয়ম মোতাবেক সরবরাহের ব্যবস্থা করিবেন ।

(০৩) **চিকিৎসা:**

ক) বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অথবা ট্রাস্টের ডাক্তারের চিকিৎসাধীন সকল যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রতিটি কেইসের গুরুত্ব বিবেচনাপূর্বক ও কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে সাধ্যমত প্রয়োজনীয় খরচ বহন করিতে হইবে এবং মেডিকেল বোর্ডের সুপারিশক্রমে দেশে ও বিদেশে চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

খ) যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধজনিত ক্ষত ও ক্ষতের কারণে বা যুদ্ধের সাথে সম্পৃক্ত রোগসমূহের চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকিবে। ট্রাস্ট কর্তৃক নিযুক্ত ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে হাসপাতালে ভর্তি ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইবে। চিকিৎসা সংক্রান্ত সমুদয় খরচ ট্রাস্ট বহন করিবে। মুক্তিযুদ্ধের সাথে সম্পৃক্ত নয় এমন কোন রোগের চিকিৎসার খরচও প্রয়োজনবোধে বহন করা যাইবে। তবে, রোগের প্রকৃতি ও গুরুত্বের উপর ভিত্তি করিয়া ডাক্তারের সুপারিশ এবং ট্রাস্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে উহা করা হইবে এবং এই বিষয়ে ট্রাস্টের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে ।

গ) হাসপাতালে চিকিসাধীন থাকাকালীন সময় যদি কোন যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধার জরুরী ঔষধ প্রয়োজন হয় এবং তাহা হাসপাতালে না থাকে তাহা হইলে হাসপাতালের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার রিপোর্টের ভিত্তিতে ট্রাস্ট উক্ত ঔষধ সরবরাহ করিবে অথবা উহার মূল্য পরিশোধ করিবে।

ঘ) হাসপাতালের সাধারণ বেডেই চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হইবে, তবে বিশেষ জরুরী প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট ডাক্তারের সুপারিশ মোতাবেক এবং ট্রাস্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে কেবিনে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে ।

ঙ) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকাকালীন সময়ে এবং হাসপাতালের কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপত্রের ভিত্তিতে চিকিৎসার বিভিন্ন পথ্যাদি যেমন-হরলিক্স, ফল, মুরগীর স্যুপ, গ্লুকোজ ইত্যাদি প্রদান করা যাইবে।

চ) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় প্রত্যেক যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাকে পথ্য বাবদ প্রতিদিন নির্ধারিত হারে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হইবে। তবে, এই আর্থিক সুবিধা বৎসরে অনধিক তিন মাসের জন্য প্রদান করা যাইতে পারে। উপরোক্ত ৬(ঙ) অনুচ্ছেদে বর্ণিত সুবিধা ভোগকারীর বেলায় উহা প্রযোজ্য হইবে না ।

১৩। যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের চলাচলে সাহায্যকারী দ্রব্যাদি প্রদান:

ক) যাহারা কৃত্রিম অংগ প্রত্যংগ ব্যবহার করেন তাহাদের কৃত্রিম পা, হাত, চোখ ইত্যাদি কৃত্রিম পায়ের জুতা, প্রয়োজনীয় সার্জিক্যল স্যু, মোজা, হুইল চেয়ার, ক্রাচ, লাঠি, চশমা, হিয়ারিং এইড ইত্যাদি ট্রাস্টের খরচে সরবরাহ করা হইবে। উক্ত জিনিষপত্রাদি সরবরাহের ব্যাপারে ট্রাস্ট কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে ।

১৪। **ভাতা প্রেরণ সম্পর্কিত নিয়ম :**

তালিকাভুক্ত সকল সুবিধা ভোগকারীদের মাসিক রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতা তাহাদের নিজ নিজ ব্যাংক একাউন্টে প্রতি মাসে পাঠাইতে হইবে। ব্যাংক এ্যডভাইজসমূহ কল্যাণ বিভাগ প্রতি মাসের ১০ (দশ) তারিখের মধ্যে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করিবে, অর্থ বিভাগ এ্যডভাইজসমূহ উক্ত মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে জমা দিবে এবং ব্যাংক সেই মাসের ২০ তারিখের মধ্যে সমস্ত ভাতার টাকা সুবিধা ভোগকারীদের নিজ নিজ ব্যাংক হিসাব নম্বরে জমা নিশ্চিত করিবে ।

১৫। বঙ্গবন্ধু ছাত্রবৃত্তি:

বঙ্গবন্ধু ছাত্রবৃত্তি নীতিমালা, ২০১২ এর আওতায় বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রতিবৎসর সাধারণ শিক্ষায় অধ্যয়নরত (অনার্স ও মাষ্টার্স), মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং এ অধ্যায়নরত ছাত্র-ছাত্রী এবং পি.এইচ.ডি গবেষককে মাসিক নির্ধারিত হারে বৃত্তি প্রদান করিতে হইবে।

১৬। **প্রবিধান পরিবর্তন, সংশোধন প্রভৃতি সংক্রান্ত :**

ক) এই প্রবিধানে অন্তর্ভুক্ত হয় নাই এমন কোন বিষয় অথবা সময়োপযোগী বিষয়াদি বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮ এর ২৩ অনুচ্ছেদ মোতাবেক ট্রাস্টি বোর্ড/সরকারের পূর্ব অনুমোদনক্রমে অর্ন্তভুক্ত করা যাইবে। একইভাবে উক্ত প্রবিধানমালার কোন অনুচ্ছেদ সংশোধন, পরিবর্তন, সংযোজন ও পরিবর্ধনের প্রয়োজন হইলে সরকার/ট্রাস্টি বোর্ডের পূর্ব অনুমোদনক্রমে করা যাইবে।